দৈনিক ইত্তেফাক

125

তারিখ MAR 1 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বইমেলার মেয়াদ ১০ দিন বাড়িল ॥ মিশ্র প্রতিক্রিয়া

রেজানুর রহমান ॥ পূর্ব কোন ঘোষণা ছাড়াই গতকাল (রবিবার) বইমেলার সময়সীমা ১০ দিন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ফলে প্রকাশক ও বিক্রেতা এমনকি লেখক-লেখিকাদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। হঠাৎ করিয়া কেন বইমেলার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হইল, এই ব্যাপারে একাডেমী কর্তৃপক্ষ সঠিক কোন কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায় একুশে বইমেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। অথচ মেলার সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহিতও কোন কথা বলা হয় নাই। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মেলার সমাপ্তি দিনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার মানসে প্রকাশক ও স্টল মালিকরা মেলায় আসিয়া

(২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

বইমেলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানিতে পারেন মেলার সময় সীমা ১০ দিন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে একাডেমী কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়াছে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, একাডেমীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এক জরুরী সভায় মেলার সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সভায় যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের উপস্থিত ছিলেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশে বইমেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মেলার সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন, বইমেলার সময়সীমা কোনভাবেই বৃদ্ধি করা হইবে না। শনিবার একাডেমীর তথ্য কর্মকর্তা সরকার আমিন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সমাপনী দিনের অনুষ্ঠান সূচীও সরবরাহ করা হইয়াছিল। গতকাল বিকাল ৫টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছিল। বইমেলার তথ্যকেন্দ্র হইতে শনিবার বার বার উচ্চারণ করা হইয়াছে 'আগামীকাল বইমেলার শেষ দিন। গেটপাস সংগ্রহ না করিলে বইসহ মালপত্র বাহিরে নেওয়া যাইবে না।' প্রতিটি স্টলের মালিক গেটপাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গতকাল মেলা ৩ টায় শুরু হয়। বিকাল ৪ টার দিকে তথ্যকেন্দ্র হইতে হঠাৎ ঘোষণা দেওয়া হয়, মেলার সময়সীমা ১০ দিন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কর্মকর্তাগণ ঘোষণা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন।

বইমেলার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, এই নিয়া কাহারও তেমন আপত্তি নাই। কিন্তু সময়সীমা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া নিয়া অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কথা উঠিয়াছে একুশে মেলা মার্চে নেওয়া হইল কেন? আবার এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, মেলা তো কাহারও একক সিদ্ধান্তে সফল করা যাইবে না। ১০ দিন মেলার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হইল অথচ ইহার সহিত স্টল মালিক, কর্মচারী, বিক্রেতাদের শ্রম ও পারিশ্রমিক জড়িত। কেবল একাডেমীর একক সিদ্ধান্তে কী মেলা চলিবে? অনুপম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মিলন নাথ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ফেব্রুয়ারীর বইমেলা মার্চে কাহার স্বার্থে বৃদ্ধি করা হইল? তাহার মতে, এই সিদ্ধান্ত মেলার ভবিষ্যতের জন্য সুখকর হইবে না। সময় প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ বলেন, মেলার সময়সীমা বৃদ্ধি পাইতে পারে; কিন্তু হঠাৎ করিয়া কেন? দুইদিন আগে কেন এই সিদ্ধান্ত দেওয়া গেল না? একটি সূত্র জানায়, একাডেমী কর্তৃপক্ষ স্বীকার না করিলেও মূলতঃ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে মেলার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে গতকাল মেলায় যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, বইমেলার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কোন সিদ্ধান্ত দেয় নাই। বাংলা একাডেমী নিজে এই সিদ্ধান্ত নিয়াছে।